Sangbad Online
প্রকাশনার ৬০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ০৯/০৮/২০২১ (পৃঃ ০৯)

বর্ষার শুরুতে যথেষ্ট বৃষ্টি হওয়ায় দেশের প্রায় প্রতিটি আমন ধানের জমি চারা রোপন শেষ হয়েছে। ছবিটি সম্প্রতি রাজশাহী জেলার তানোর থেকে তোলা- সংবাদ

করোনার মধ্যে কৃষি খাতই চাঙ্গা

প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ

অর্থনৈতিক বার্তা পরিবেশক

করোনা সংক্রমণের মধ্যে অন্যান্য খাতে ধস নামলেও একমাত্র চাঙ্গা রয়েছে কৃষি খাত। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তাতে দেখা গেছে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষিতে জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। কৃষি খাতে উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বেড়েছে। অন্য খাতেও প্রবৃদ্ধি হয়েছে তবে কৃষি খাতের তুলনায় কম।

প্রতিবেদনে আরও দেখা যায়, এই কঠিন সময়ে কৃষি খাতের কোন ক্ষতি হয়নি। উল্টো উৎপাদন বেড়েছে, বেড়েছে কর্মসংস্থান। অন্যদিকে শিল্প ও সেবা খাত করোনার ছোবলে তছনছ হয়ে গেছে। শিল্প খাতের উৎপাদন তলানিতে নেমে এসেছে। চাকরি হারিয়ে দিশেহারা লাখ লাখ পরিবার। সেবা খাতেরও একই অবস্থা। প্রায় দেড় বছর ধরে ছোট-বড় সব ধরনের হোটেল রেস্টুরেন্ট, বিপণিবিতান, পর্যটন কেন্দ্র বন্ধ। বাস-ট্রেনসহ অন্য পরিবহনও চলছে না ঠিকমতো। বহু মানুষ কাজ হারিয়ে গ্রামে গিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে দুর্বিষহ জীবনযাপন করছে।

প্রতিবেদনে ২০১৯-২০ অর্থবছরের চূড়ান্ত হিসাব আর গত ২০২০-২১ অর্থবছরের প্রাথমিক হিসাব প্রকাশ করেছে সংস্থাটি। তাতে দেখা যাচ্ছে, চূড়ান্ত হিসাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরের বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩ দশমিক ৫১ শতাংশ। আর প্রাথমিক হিসাবে ২০২০-২১ অর্থবছরে ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

এই দুই বছরের তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায়, ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার হচ্ছে ৪ দশমিক ৬ শতাংশ। তার আগের দুই অর্থবছর ২০১৮-১৯ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এই হার ছিল যথাক্রমে ৩ দশমিক ৯২ এবং ৪ দশমিক ২ শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে শিল্প খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় ৩ দশমিক ২৫ শতাংশে নেমে এসেছে, যা এক দশকে সবচেয়ে কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল প্রায় তিনগুণ ১২ দশমিক ৬৭ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ১২ দশমিক ০৬ শতাংশ।

সেবা খাতের অবস্থাও বেশ খারাপ হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে সেবা খাতে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৪ দশমিক ১৬ শতাংশে নেমে এসেছে। সেবা খাতের এই প্রবৃদ্ধিও এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে কম। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬ দশমিক ৭৮ শতাংশ। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে ছিল ৬ দশমিক ৪ শতাংশ।

তবে, নয় মাসের (২০২০ সালের ১ জুলাই-২০২১ সালের ৩০ মার্চ) হিসাব কষে পরিসংখ্যান ব্যুরো গত ২০২০-২১ অর্থবছরের ৫ দশমিক ৪৭ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধির যে হিসাব দিয়েছে, তাতে অবশ্য শিল্প ও সেবা খাতের জিডিপি প্রবৃদ্ধি বেশ খানিকটা বেড়েছে।

বিবিএস বলেছে, ২০২০-২১ অর্থবছরে শিল্প খাতে ৬ দশমিক ১২ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। আর সেবা খাতে প্রবৃদ্ধি ৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। কৃষি খাতে প্রবৃদ্ধির হার কিছুটা কমে ৩ দশমিক ৪৫ শতাংশ হয়েছে। প্রতিবছর দেশের অভ্যন্তরে পণ্য উৎপাদন ও সেবা সৃষ্টি হয়ে কত টাকার মূল্য সংযোজন হয়, সেটাই জিডিপির হিসাবে ধরা হয়। মোটাদাগে কৃষি, শিল্প ও সেবা- এই তিন খাত দিয়ে জিডিপি হিসাব করা হয়। এসব খাতকে গণনা করা হয় সব মিলিয়ে ১৫ খাত দিয়ে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে রেকর্ড ৮ দশমিক ১৫ শতাংশ জিডিপি প্রবৃদ্ধি অর্জন করার পর ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্য ধরেছিল সরকার। এর মধ্যে ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে চীন থেকে ছড়াতে শুরু করে নতুন এক করোনাভাইরাস, অল্প সময়ের মধ্যে তা বিশ্বজুড়ে মহামারীর রূপ নেয়।

মহামারীর প্রথম ধাক্কায় অর্থনীতির ওই পরিস্থিতির মধ্যেও সরকার ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৫ দশমিক ২৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সাময়িক হিসাব দিয়েছিল। তবে তাতে সন্দেহ পোষণ করেছিলেন অর্থনীতিবিদদের অনেকে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, মহামারীর ওই সংকটে অর্থনীতির চাকা যেটুকু সচল ছিল, তার মূল কৃতিত্ব কৃষিখাতের।

মহামারীর এই সংকটের সময়ে শিল্প ও সেবা খাতসহ অন্যান্য খাতে কর্মসংস্থান কমলেও কৃষি খাতে বেড়েছে। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) এক গবেষণায় দেখা যায়, মহামারীকালে কৃষিতে কর্মসংস্থান বেড়েছে ১৮ শতাংশ।

গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, করোনার কারণে বেসরকারি খাতে ৬২ শতাংশ মানুষ কাজ হারিয়েছে। তারা গড়ে ৯৫ দিনের মতো কাজ পায়নি। পরে তাদের অনেকেই কাজ পেয়েছে। তবে আয় কমেছে। এর পরিমাণ গড়ে ১২ শতাংশ। করোনার কারণে শিল্প ও সেবা খাতে চাকরি কমেছে। আর কৃষিতে কর্মসংস্থান বেড়েছে ১৮ শতাংশের বেশি। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ের আগে জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে ১৬ জেলার ২ হাজার ৬০০ খানার (পরিবার) ওপর জরিপ চালিয়ে এই তথ্য পেয়েছে সিপিডি।

পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যে দেখা যায়, গত ২০২০-২১ অর্থবছরে দেশের মোট জিডিপির আকার দাঁড়িয়েছে (বর্তমান বাজারমূল্যে) ৩০ লাখ ১১ হাজার ৬৫ কোটি টাকা। আগের ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপির আকার ছিল ২৭ লাখ ৩৯ হাজার ৩৩২ কোটি টাকা। আর মাথাপিছু আয় ২ হাজার ২৪ ডলার থেকে বেড়ে ২ হাজার ২২৭ ডলারে পৌঁছেছে। গত অর্থবছর জাতীয় বিনিয়োগ (বর্তমান মূল্যে) জিডিপির ২৯ দশমিক ৯২ শতাংশে নেমে এসেছে, যা ২০১৯-২০ অর্থবছরে ছিল ৩০ দশমিক ৪৭ শতাংশ।

এ সময়ে বেসরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ২২ দশমিক ০৬ শতাংশ থেকে নেমে এসেছে ২১ দশমিক ২৫ শতাংশে। তবে সরকারি বিনিয়োগ জিডিপির ৮ দশমিক ৪১ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২১-২১ অর্থবছরে দাঁড়িয়েছে ৮ দশমিক ৬৭ শতাংশে।